যুগান্তর

তারিখ 28 MAR 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম 2

হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজের রজতজয়ন্তীতে নুরুল ইসলাম বিএসসি

যখন দেখি এ কলেজের ছাত্র মেজর জেনারেল তখন গর্বে বুক ভরে যায়

চট্টগ্রাম ব্যুরো

প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আলহাজ নুরুল ইসলাম বিএসসি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলেছেন, একদিন দেখি একজন মেজর জেনারেল আমার পা ছুঁয়ে সালাম করছেন। আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, স্যার আমি আপনার কলেজের ছাত্র ছিলাম। গর্বে আমার বুক ভরে গেল। এ কলেজ থেকে কতজন ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছেন, কতজন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন সেই পরিসংখ্যান আমার কাছে নেই। তবে এই চান্দগাঁও এক সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে ছিল। আমি স্কুল করেছি, কলেজ করেছি। অন্ধকার দূর করার জন্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছি। আজ চান্দগাঁও আলোকিত। এখানকার মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুফল পেয়েছে। চান্দগাঁওয়ে কোনো নারী স্কুল-কলেজে

■ পৃষ্ঠা ১৬ : কলাম ৪

গেলে কেউ সেই পথে বাধা দেয় না। এখন প্রতি ঘরে ঘরে নারীরা শিক্ষিত হয়েছে। এ প্রাপ্তি আমার অন্যসব অর্জনের চেয়ে অনেক বেশি আনন্দের। তিনি শনিবার চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাঁওয়ে অবস্থিত হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজের রজতজয়ন্তী উৎসবে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন। মন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষাবান্ধব সরকার। দক্ষ মানবসম্পদ গঠন করে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বিশ্বনন্দিত নেত্রী শেখ হাসিনা যে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন তার অংশ হিসেবে আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নীরবে কাজ করে যাচ্ছে।

কলেজ অধ্যক্ষ মো. দবির উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন দৈনিক বীর চট্টগ্রাম মঞ্চ'র সম্পাদক সৈয়দ উমর ফারুক, দৈনিক আজাদীর বার্তা সম্পাদক গীতিকার একেএম জহুরুল ইসলাম, কলেজের দাতা সদস্য বেগম সানোয়ারা ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন চান্দগাঁও ওয়ার্ড কাউন্সিলর সাইফুদ্দিন খালেদ, কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য মাতব্বর আবদুল মোমেন, মোহাম্মদ সালাউদ্দিন খালেদ, ডা. মুজিবুর রহমান, উপাধ্যক্ষ কুতুব উদ্দিন, কারা পরিদর্শক সৈয়দ কামরুল হাবীব, শিক্ষক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর এসএম আইয়ুব, কলেজের সাবেক অধ্যাপক মুসা সিকদার প্রমুখ।

উমর ফারুক বলেন, হাজেরা-তজু ডিগ্রি কলেজ চট্টগ্রামে বেসরকারি কলেজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনে। এ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা নুরুল ইসলাম বিএসসি ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সমাজের বিশাল দায়িত্ব পালন করেছেন। নুরুল ইসলাম বিএসসি রাজনীতিতে একজন স্বচ্ছ ব্যক্তি। জহুরুল ইসলাম বলেন, আজকাল রাজনীতিতে দায়বদ্ধতার দৃষ্টান্ত নেই। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ যেখানে শূন্য সেখানে নুরুল ইসলাম বিএসসি সত্যি এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি স্বচ্ছ রাজনীতি করে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করেছেন।

বেগম সানোয়ারা ইসলাম বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে শিক্ষার বিকল্প নেই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করতে আমরা নিরলস কাজ করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব। সকালে বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে রজতজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি। পরে তিনি র‍্যালি নিয়ে উৎসবে যোগ দেন। এ সময় কলেজের বিএনসিসি সদস্যরা মন্ত্রীকে গার্ড অব অনার দিয়ে স্বাগত জানান। দিনভর নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে উৎসব পালিত হয়। সন্ধ্যায় কলেজ প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চে কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মঞ্চস্থ হয় ঐতিহাসিক নাটক নবাব সিরাজউদ্দৌলা। নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সাইয়েদা জয়নাব ও অধ্যাপক এসএম আইয়ুব। দিনব্যাপী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিকী ও অধ্যাপক শামীমা আফরোজ।